নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংলাপ থেকে প্রাপ্ত মতামত ও পরামর্শ এবং কমিশনের পর্যালোচনা ও মতামত

বর্তমান ৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে শপথগ্রহণ পূর্বক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর সাপ্তরিক বিভিন্ন কার্যসাধন ছাড়াও সুধিসমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বিশিষ্টজনদের সাথে সংলাপ করে ইতোমধ্যে মতবিনিময় করেছে। নিবন্ধিত সকল রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপ আয়োজন করে মতবিনিময়ের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তারি ধারাবাহিকতায় নির্বাচন কমিশন নিবন্ধিত ৩৯ টি রাজনৈতিক দলকে [সংলাগ-ক দ্রঃ] আমন্ত্রণ করে সংলাপের আয়োজন করে। বিগত ১৭ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই ২০২২ পর্যন্ত সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। নিবন্ধিত ৩৯ টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২৮ টি দল [সংলাগ-খ দ্রঃ] সংলাপে অংশগ্রহণ করেছে। ২ টি দলকে আবেদনের ভিত্তিতে আগামী সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে সংলাপে অংশ গ্রহণের জন্য সময় দিয়ে সম্মতি দেয়া হয়েছে। ০৯ টি দল [সংলাগ-গ দ্রঃ] প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে সংলাপে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছে।

প্রতিটি দলকে একটি স্বতন্ত্র পর্বে এককভাবে আমন্ত্রণ করে সংলাপ করা হয়। সংলাপের কোনো সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচি ছিল না। সংসদ সদস্যদের আসন্ন দ্বাদশ সাধারণ নির্বাচনের সার্বিক বিষয় নিয়ে তাঁদের মতামত ও প্রস্তাবনা অবহিত হওয়া এবং প্রয়োজনীয় মতবিনিময় করাই ছিল সংলাপের মুখ্য উদ্দেশ্য। সংলাপে অংশগ্রহণকারী দলের নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব দলের পক্ষে তাঁদের মতামত লিখিত ও মৌখিকভাবে সবিস্তারে উপস্থাপন করেন। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ উপস্থাপিত মতামত ও প্রস্তাবনা শ্রবণ করেন এবং সংলাপে অংশগ্রহণ করে সীমিত পরিসরে প্রয়োজনীয় মতবিনিময় করেন। রাজনৈতিক দলসমূহ থেকে প্রাপ্ত মতামত, পরামর্শ ও প্রস্তাবনাসমূহ পর্যালোচনা করে কমিশনের মতামত আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের পরবর্তীতে অবহিত করা হবে মর্মে অবগত করা হয়েছিল। রাজনৈতিক দলসমূহের উপস্থাপিত মতামত, পরামর্শ ও প্রস্তাবনাসমূহ নিম্নে বামে এবং নির্বাচন কমিশনের পর্যালোচনা ও মতামত নিম্নে ডানে টেবিলাকারে/ছকাকারে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল, যথা:-

সংলাপ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ ও মতামত:	কমিশনের পর্যালোচনা ও মতামত:
১। অধিকাংশ দলের পরামর্শ ছিল নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হতে হবে অর্থাৎ নির্বাচনে সকল এবং বিশেষত: প্রধানতম সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কয়েকটি দলের পক্ষে পরামর্শ ছিল নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে কোন দলকে নির্বাচনে অংশ নিতে বাধ্য করা বা জোরজবরদস্তি করা যাবে না। সকল দলের পক্ষে পরামর্শ ছিল নির্বাচন অবাধ হতে হবে। ভোটারদের স্বাধীন ভোটাধিকার প্রয়োগে সম্ভাব্য সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড প্রতিষ্ঠা করে নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগের অনুকুল পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।	এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের মতামত হচ্ছে, কমিশন নির্বাচনে সকল দলের বিশেষত: প্রধানতম: রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করে। নির্বাচন কমিশন কোনো দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারে না এবং সে ধরনের কোনো প্রয়াস নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করবে না। তবে সকল দলকে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার আহ্বান শেষঅব্দি আন্তরিকভাবেই বহাল থাকবে।
২। সকল দলের পরামর্শ ছিল নির্বাচনে সম্ভাব্য সকল কারচুপির সুযোগ প্রতিরোধ করে সঠিক ও নিরপেক্ষ ফলাফল নিশ্চিত করতে হবে। ভোটকেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগে অর্থশক্তি ও পেশিশক্তির ব্যবহার ও প্রভাব প্রতিরোধ করতে হবে। নির্বাচনি ব্যয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অধিকাংশ দল থেকে পরামর্শ ছিল রিটার্নিং অফিসার হিসেবে প্রশাসনের কর্মকর্তগণকে বাদ দিয়ে বা তাদের পাশাপাশি যতদূর সম্ভব কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা বা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তগণকে নিয়োগ দেয়া সমীচীন হবে। তবে কতিপয় দলের পক্ষে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে প্রশাসনের কর্মকর্তগণকে নিয়োগ করার আগের নিয়ম চালু রাখাই যথাযথ হবে মর্মে মত দেয় হয়েছে।	বর্ণিত পরামর্শ ও মতামতের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য হচ্ছে, সংবিধান, আইন ও বিধি-বিধানের অধীনে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করে ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগে সৃষ্ট সকল বাধা ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড প্রতিষ্ঠা করে নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগের অনুকুল পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি করতে কমিশন সকল উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সেই সাথে কারচুপির সম্ভাব্য সকল সুযোগ প্রতিরোধ করে সঠিক ও নিরপেক্ষ ফলাফল নিশ্চিত করতেও সততা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, সাহসিকতা ও সর্বোপরি দায়িত্বশীলতার সাথে কমিশন কাজ করে যাবে। আগামী নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে প্রশাসনের কর্মকর্তগণ ছাড়াও কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা এবং অন্যান্য বিভাগ থেকে কর্মকর্তাদের নিয়োগদানের বিষয়টি কমিশন সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে দেখবে। কমিশন আরো মনে করে, রাজনৈতিক দলগুলোকে সমঝোতার মাধ্যমে কতিপয় মৌলিক প্রশ্নে মতৈক্যে উপনীত হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড প্রতিষ্ঠা করে নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার

	প্রয়োগের অনুকুল পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি করতে ভূমিকা রাখতে হবে। নির্বাচনে জয়/পরাজয় অনিবার্য। প্রার্থীদের জয়/পরাজয় মেনে নিতে হবে। পরাজয় মেনে না নেয়ার মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে। প্রার্থীরা প্রতিটি কেন্দ্রে কর্মী রেখে সক্রীয়ভাবে প্রতিটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে সৃষ্ট ভারসাম্য অর্থশক্তি ও পেশিশক্তির ব্যবহার ও প্রভাব অনেকাংশে প্রতিরোধ করে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড প্রতিষ্ঠায় উহা সহায়ক হবে। কমিশনের অভিমতে অর্থশক্তি ও পেশিশক্তি দেশের রাজনৈতিক ও নির্বাচনি সংস্কৃতিতে দীর্ঘদিন ধরে অপচর্চার মাধ্যমে অপশক্তি হিসেবে অবাঞ্ছিত স্থায়ী রূপ ধারণ করেছে। এমন অপসংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে অবশ্যই সার্বিক রাজনৈতিক নেতৃত্বে সমঝোতা ও মতৈক্য প্রয়োজন।
৩। অনেক দল থেকেই পরামর্শ ছিল ভোট গ্রহণ চলাকালীন ভোটকেন্দ্রে ভোটকার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য সাংবাদকর্মী এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের অবাধ সুযোগ দিতে হবে। ভোটারগণের ভোটাধিকার প্রয়োগ অবাধ, নির্বিঘ্ন, স্বচ্ছ ও দৃশ্যমান করতে ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে সিসি ক্যামেরা প্রতিস্থাপন করে ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরভাগের দৃশ্য বাহির থেকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ প্রদান করতে দিতে হবে।	কমিশন মনে করে এমন প্রস্তাব যৌক্তিক এবং, কমিশন, নির্বাচন ও ভোট-কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও দৃশ্যমান করতে প্রস্তাবনাটি, যতদূর সম্ভব, বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করবে। দেশি এবং বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষকগণকে ভোট পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেয়া হবে। ভোটারগণের ভোটাধিকার প্রয়োগ অবাধ, নির্বিঘ্ন, স্বচ্ছ ও দৃশ্যমান করতে ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে সিসি ক্যামেরা প্রতিস্থাপন করে ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরভাগের দৃশ্য বাহির থেকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ, সামর্থ্য সাপেক্ষে, প্রদান করা হবে।
৪। অধিকাংশ দলের পক্ষে পরামর্শ ছিল ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রেখে সম্ভাব্য সহিংসতা প্রতিরোধ করতে হবে। প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এবিষয়ে তাদের দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে তদুদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে হবে। প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সকল বাহিনীকে ভোটের সময় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে নিশ্চিত করতে হবে। কতিপয় দলের পক্ষে পরামর্শ ছিল প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অপ্রতুলতার কারণে নির্বিঘ্নে ও সুশৃঙ্খলভাবে একদিনে সারাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান কঠিন বিবেচিত হলে নির্বাচন একাধিক দিনে কয়েকটি ভাগে অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভারতের উদাহরণ দেয়া হয়।	একাধিক দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার বিষয়টি নিয়ে কমিশনের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে আগে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে কিনা, হলে তা কিভাবে সম্ভব হবে, দিনের ফলাফল দিনশেষে প্রকাশ করা হবে কিনা, করা হলে তা পরিবর্তীতে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনকে প্রভাবিত করবে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয়েছে। বিষয়টি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে পরামর্শ করার আশা রাখে। দেশে একই দিনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হয় বিধায় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকাজে নিয়োজিত অসামরিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সংখ্যা অপর্যাপ্ত বা অপ্রতুল হতে পারে। একারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকাজে সেনা মোতায়েনের প্রস্তাবনাটি যৌক্তিক বলে কমিশন মনে করে।
৫। অনেক দল থেকে পরামর্শ ছিল আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইভিএম এর ব্যবহার পরিহার করা। স্বপক্ষে উল্লিখিত বিভিন্ন কারণের মধ্যে ছিল ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট কারচুপির সুযোগ রয়েছে, সাধারণ জনগণ ইভিএম-এ অভ্যস্ত নন, ইভিএম-এ ভোটগ্রহণ শ্লথ হয়ে থাকে ইত্যাদি। করেয়কটি দলের পরামর্শ ছিল ইভিএম এর শুদ্ধতা নিশ্চিত ও অপপ্রয়োগ প্রতিরোধ করা না গেলে ইভিএম এর ব্যবহার পরিহার করে কাগজী ব্যালটের মাধ্যমে ভোট অনুষ্ঠান করতে হবে। কয়কটি দলের পরামর্শ ছিল পেপার অডিট ট্রেইল (VVPAT) সংযুক্ত করে ইভিএম এর শুদ্ধতা নিশ্চিত করে ইভিএম এর ব্যবহার করা যেতে পারে। কতিপয় দলের পরামর্শ ছিল ইভিএম এর শুদ্ধতা নিশ্চিত করে সকল কেন্দ্রের পরিবর্তে ইভিএম আংশিক ব্যবহার করা যেতে পারে। কয়েকটি দল বিশেষত: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও অপর কয়েকটি দলের পক্ষে পরামর্শ ছিল ৩০০ আসনেই ইভিএম ব্যবহার করার মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করতে হবে। যুক্তি হিসেবে তারা	কমিশন মনে কর,ইভিএম ব্যবহারের পক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর আপত্তি এবং সমর্থন দুই-ই রয়েছে। কমিশন তা শ্রবণ করেছে এবং মতবিনিময় করেছে। ইভিএম-এর ব্যবহার নিয়ে ইতিপূর্বে সকল দলের (কতিপয় দল অংশ গ্রহণ করেনি) আমন্ত্রিত প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সংলাপ ও কর্মশালা করা হয়েছে। বুয়েটসহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি বিষয়ে সর্বজনবিদিত বিশিষ্ট অধ্যাপকদের অংশগ্রহণে একাধিক সংলাপ ও কর্মশালা করা হয়েছে। যেহেতু সদ্য সমাপ্ত রাজনৈতিক সংলাপ ছাড়াও ইতিপূর্বে ইভিএম নিয়ে আরো সংলাপ, কর্মশালা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং যেহেতু কমিশন ইভিএম, এর সার্বিক বিষয়ে এখনো স্থির কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি, সেহেতু সদ্য সমাপ্ত রাজনৈতিক সংলাপ ছাড়াও ইতিপূর্বে ইভিএম নিয়ে আরো যেসব কর্মশালা, মতবিনিময়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে উহাদের সার্বিক ফলাফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইভিএম এর ব্যবহার বিষয়ে কমিশন ভিন্নভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। গৃহীত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে

বলেন ইভিএম ব্যবহার করার মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হলে ভোটাধিকার প্রয়োগ অধিক নিশ্চিত হবে, ভোটকেন্দ্রে অর্থশক্তি ও পেশিশক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ থাকবে না বা যান্ত্রিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত হবে, ব্যালট পেপার ছিনতাই করে ব্যালট বাক্স ভরাট করার কথিত অভিযোগ ও সুযোগ থাকবে না ইত্যাদি। আবার আরেকটি দল থেকে ব্লক চেইন পদ্ধতিতে বিশেষ অ্যাপস এর মাধ্যমে ঘরে বসে ই-ভোট প্রদানের সুযোগ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি দলের প্রস্তাব ছিল ১৫০ টি আসনে ইভিএম এবং বাকি ১৫০ টি আসনে পেপার ব্যালট ব্যবহার করা যেতে পারে।	যথাসময়ে অবহিত করা হবে। ব্লক চেইন পদ্ধতিতে বিশেষ অ্যাপস এর মাধ্যমে ঘরে বসে ই-ভোট প্রদানের প্রস্তাবটি আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রয়োগ সম্ভব নয়। বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার আগে এ বিষয়ে রাজনৈতিক সমঝোতা/সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।
৬। বেশ কয়েকটি দলের পরামর্শ ছিল নমিনেশন পেপার অনলাইন পদ্ধতিতে গ্রহণ করার, কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত একই মঞ্চ থেকে সকল দলের প্রার্থীদের বক্তব্য প্রদানের এবং প্রচারণার নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করার, নির্ধারিত স্থানে সকল প্রার্থীর পোষ্টার লাগানো বা লটকানোর ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে একই পোষ্টারে সকল প্রার্থীর প্রচারণার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে খরচ প্রচারণা ব্যয় হ্রাসের পাশাপাশি সম্ভাব্য সহিংসতাও হ্রাস পেতে পারে। ইউটিলিটি বিল অপরিশোধিত থাকার কারণে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্যতার বিধান রহিত করার জন্য কোনো কোনো দল প্রস্তাব করেছে। নির্বাচনি ব্যয় ২৫ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব করেছে একটি দল।	অনলাইনে নমিনেশন পেপার দাখিল/গ্রহণের সুযোগ বা বিধান বর্তমানে আরপিওতে বিদ্যমান রয়েছে। একই মঞ্চ থেকে সকল দলের প্রার্থীদের বক্তব্য প্রদানের এবং প্রচারণার নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করার, নির্ধারিত স্থানে সকল প্রার্থীর পোষ্টার লাগানো বা লটকানোর ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে একই পোষ্টারে সকল প্রার্থীর প্রচারণার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব আধুনিক। এতে নির্বাচনি ব্যয় কমে আসতে পারে। নির্বাচনি সহিংসতা হ্রাস পেতে পারে। রাজনীতিতে সৌহার্দ্য ও সম্প্রিতির নতুন সংস্কৃতির প্রচলন সূচিত হতে পারে। ইউটিলিটি বিল বাকি থাকার কারণে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বিষয়ক বিধানটি যৌক্তিক করার বিষয়ে কমিশন বিবেচনা করবে।
৭। অধিকাংশ দলের পরামর্শ ছিল আগামি দ্বাদশ সাধারণ সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষ করতে এবং ভোটার সাধারণকে আশ্বস্ত করতে নির্বাচনের পূর্বেই সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে একটি নির্বাচনকালীন সরকার (পূর্বের অনুরূপ অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয়) গঠন করতে হবে। কয়েকটি দলের পরামর্শ ছিল পূর্বের অনুরূপ অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার। কয়েকটি দলের পরামর্শ ছিল নির্দলীয় নির্বাচনকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার। কয়েকটি দল প্রস্তাব করেছে নির্বাচনকালীন সর্বদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার। কয়েকটি দলের প্রস্তাব ছিল সরকারের বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রয়োজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রাণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-কে নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যাস্ত করা যেতে পারে। কয়েকটি দলের পক্ষ থেকে পরামর্শ ছিল নির্বাচনের পূর্বে মন্ত্রিসভা বহাল রেখে সংসদ ভেঙ্গে দিতে হবে। আওয়ামীলীগসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল বর্তমান সংবিধান অনুযায়ি দলীয় সরকার ব্যবস্থা বজায় রেখে স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরেপেক্ষ নির্বচন সম্ভব মনে করে। তারা মনে করেন সরকার নির্বাচন কমিশনকে এ বিষয়ে সকল ধরনের সহযোগিতা করবে।	নির্বাচন কমিশন মনে করে নির্বাচনকালীন সরকারের বিষয়টি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রয়োজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রাণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-কে নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যাস্ত করার বিষয়টিও সংবিধানের আলোকে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। তবে, কমিশন মনে করে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ ও সহিংসতা-বিবর্জিত নির্বাচনের প্রয়োজনে গণপ্রতিনিধিত্ব আইনে যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণায়গুলোর উপর কমিশনকে দেয়া আছে, সেগুলোর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষ অবহিত ও সচেতন থাকবে এবং কোনো মহল থেকে সেগুলোর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা বা বাধা সৃষ্টি যাতে না করা হয়, সংশ্লিষ্ট সকল নির্বাহী বিভাগকে সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব হিসেবে উহা নিশ্চিত করতে হবে। কমিশন তার আইনগত অধিকার পুরোপুরি প্রয়োগ করবে। রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী বিভাগ স্ব স্ব অবস্থান থেকে সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব হিসেবে কমিশনকে সহায়তা প্রদান করবে। নির্বাচন কমিশন আশা করে সকলের সমন্বিত প্রয়াস ও দায়িত্বশীল আচরণে সুষ্ঠু, সুন্দর, অবাধ, অহিংস ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।
৮। কতিপয় দল থেকে অভিযোগ করে বলা হয়েছে, ক্ষমতাসীন দলের এবং দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের বাধার কারণে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো অবাধে সভা-সমাবেশ, মিছিল-মিটিং ও নির্বাচনি প্রচারণা করতে পারে না। তদুপরি নির্বাচন ঘনিয়ে এলে সরকারি দলের মদদে গায়েবি মিথ্যা মামলা ও গণগ্রেফতার শুরু করা হয়। ফলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা সম্ভব হয় না। নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিয়ে নির্বাচনে লেভেল	কমিশন মনে করে সাধারণ্যে এমন একটি ধারণা বা বিশ্বাস প্রবল। কমিশন দৃঢ়ভাবে আরও বিশ্বাস করতে চায় সরকারি দল এধরনের নির্বাচন আচরণ বিধি ভংগজনিত কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং রাজনৈতিক কারণে কোন মামলা করে সুষ্ঠু গণতন্ত্র চর্চার পথ রুদ্ধ করবে না। এক্ষেত্রে নির্বাচনকালীন সময়ে সকল অংশীজনের কার্যকলাপ কমিশন গভীর পর্যবেক্ষণে রাখবে।

প্লেইং ফিল্ড প্রস্তুত করে দিতে হবে।	
৯। কয়েকটি দলের পরামর্শ ছিল জাতীয় সংসদের নির্বাচন বিষয়ে দেশে বিদ্যমান একক এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে কেন্দ্রীয়ভাবে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation) পদ্ধতি প্রবর্তন করা হোক। এক্ষেত্রে নির্বাচন এলাকার ভিত্তিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয়ে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দলীয়-ভিত্তিক হতে হবে। নারী সদস্যদের বিদ্যমান সংরক্ষিত আসন সংখ্যার পরিবর্তে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বীতার মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার বিধান প্রণয়ন করা হোক। প্রয়োজনে জাতীয় সংসদের সদস্য সংখ্যা বর্ধিত করা যেতে পারে। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা (Bicameral Legislature) গঠন করা যেতে পারে। এমন বিধানে ৩০০ টি একক এলাকাভিত্তিক আসনে নির্বাচন হবে না। নির্বাচন হবে কেন্দ্রীয়ভাবে দলীয় ভিত্তিতে। মোট ভোটের অনুপাত দিয়ে সংসদে দলীয় ভিত্তিতে সদস্য বা আসন বন্টন করা হবে। এমন পদ্ধতিতে সকল ভোটারের সংসদে অংশীদারিত্ব থাকবে। সংসদ ১০০% প্রতিনিধিত্বমূলক হবে। নির্বাচন অনেক সহজ হবে। ভোটকেন্দ্রে ভোটকারচুপি, অর্থ ও পেশিশক্তির ব্যবহার, সহিংসতা ইত্যাদি অপকর্ম বা অপশক্তি অনেকাংশে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হ্রাস পাবে।	কমিশন পরামর্শটি গুরুত্বসহকারে শ্রবণ ও বিবেচনা করেছে। তবে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation) ও দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা (Bicameral Legislature) গঠন করা, সংসদ সদস্যের সংখ্যা বর্ধিত করা এবং নারী আসনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তাবনাটি দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সরকার এবং জাতীয় সংসদের এখতিয়ারাধীন বলে কমিশন মনে করে।
১০। প্রায় সকল দলের পক্ষেই পরামর্শ ছিল নির্বাচন কমিশনকে গৃহীত শপথের প্রতি অনুগত থেকে সৎ, নিরপেক্ষ ও সাহসী হয়ে সংবিধান ও আইন অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে হবে। নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে সংবিধান ও আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা সততা ও সাহসিকতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।	এ বিষয়ে কমিশন বরাবরের মত প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে বলতে চায় যে, সংবিধানের অধীন গৃহীত শপথের প্রতি অনুগত থেকে সৎ, নিরপেক্ষ ও সাহসিকতার সাথে সংবিধান ও আইন অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবে। নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে সংবিধান ও আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা সততা ও সাহসিকতার সাথে প্রয়োগ করতে বদ্ধপরিকর।

সংলাপে রাজনৈতিক দলসমূহের উত্থাপিত মতামত ও পরামর্শ নির্বাচন কমিশনকে ঋদ্ধ করেছে। মতামতগুলো কমিশন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছে। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র; নির্বাচন গণতন্ত্রের নির্ণায়ক। রাজনীতিতে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু চর্চা প্রয়োজন। কমিশন আন্তরিকভাবে আশা করে জাতীয় সংসদ-সদস্যদের আসন্ন সাধারণ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও অহিংস পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে। ভোটারগণ অবাধে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংসদ গঠিত হবে। সংসদ থেকে গঠিত সরকার জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে দেশ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাস এটিই জনপ্রত্যাশা। নির্বাচন কমিশনও অভিন্ন প্রত্যাশা পোষণ করে। এই অভিন্ন প্রত্যাশা অর্জন ও বাস্তবায়নে নির্বাচন কমিশন, সরকার, জনপ্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সকল বাহিনী, রাজনৈতিক দলসমূহসহ এবং দেশের আপামর জনগণের সচেতন, আন্তরিক, ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রয়াস প্রয়োজন। পরিশেষে, আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আয়োজিত সংলাপে অংশগ্রহণ করে অবদান রাখার জন্য অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দলকে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

স্বাক্ষরিত/-
২১/০৮/২০২২
(কাজী হাবিবুল আউয়াল)
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন